

আল্লাহ কি ভুল করেন ? কোরানে কি ভুল নেই?

মোঃ আমিন তালুকদার (জনি) [ডাকুলা]

পর্ব- ৫

১। পৃথিবীর ভাগাভাগি:-

পূর্ব পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং যদিকেই তোমরা মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চই আল্লাহ সবব্যাপী সবজ্ঞ।

- সূরা বাক্বারাহ : ১১৫।

এখানে আল্লাহ পূর্ব- পশ্চিম তার বলে দাবি করেছেন তাহলে উত্তর- দক্ষিণ কার? সম্ভবত উত্তর- দক্ষিণ ঈশ্বরের এবং ইশ্বান- বায়ু ভগবানের। যদি আল্লাহ একাই সৃষ্টিকর্তা হয় তাহলে পূর্ব পশ্চিম ভাগাভাগি কেন? এছাড়াও উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদিকেই মুখ ফেরাই না কেন সে দিকেই আল্লাহ বিরাজমান, তাহলে আমাদের নামাজ পড়তে হলে কেন পশ্চিম দিকে ফিরে বসতে হবে? কাবা ঘর আমাদের পশ্চিমে বলে? তাহলে কি কাবা ঘরটি আল্লাহর সমতুল্য? যদি নাই হয় তাহলে কেন আল্লাহর স্থানে সামান্য একটি ঘরকে পূজা করা হয়? আল্লাহ ব্যতিত অন্য কিছুর আরাধনা করা বা কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা মহাপাপ একথা সবাই জানে কিন্তু জেনে শুনেও কেন তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে? প্রতি বছরে হাজার হাজার মানুষ এ ঘরটাকে পূজা করতে সুদূর থেকে পারি জমায় কেন? কোরানের কোথাও তো কাবাকে এত সম্মান দেখাতে বলা হয়নি। আল্লাহ যেখানে বলেননি সেখানে কার আদেশে এটি করা হ'ছে? মহাম্মদের? যদি মহাম্মদের আদেশেই হয়, তাহলে কি আল্লাহর চেয়ে মহাম্মদের ক্ষমতা বেশি? মুসলমানরা কি আল্লাহতে বিশ্বাসী না মোহাম্মদে?

উপরের কারন যদি ভুল হয় তাহলে এর কারন সম্ভবত- নতুনত্ব আমদানি করা অথবা হিংসা। ব্যাখ্যা করছি মনে করুন আপনি একটি ধর্ম সৃষ্টি করছেন তখন আপনি অবশ্যই প্রচলিত ধর্ম গুলোর চাইতে কিছুটা পরিবর্তন এবং নতুন কিছু নিয়ম আনতে চাইবেন না হলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করবেনা, তাই আপনি প্রথমেই অন্য সব ধর্মে যে কাজটি করে তার উল্টোটা (যতটুকু সম্ভব) করবেন। যেমন হিন্দুরা পূর্ব দিকে ফিরে পূজা করে, মুসলমানেরা পশ্চিম দিকে ফিরে। আপনি নিশ্চই তখন নিয়ম করবেন উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে ফিরে ইবাদত করা তাইনা? অন্যথায় অন্য ধর্মের প্রতি হিংসায় আপনি অনান্য ধর্মে যা করা হয় তার উল্টোটি করবেন। এবং হযরত মহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু মানুষই ছিলেন তার চিন্তা-ধারাও আমাদের সাথে একটু হলেও মেলে তাই তিনি তার সৃষ্টি করা ধর্মে উক্ত নিয়ম চালু করেছেন।

২। সমুদ্রের সবই হালালঃ-

তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রে শিকার ধরা এবং তা খাওয়া।

-সূরা আল মায়দা : ৯৬।

সমুদ্রে কি কি পাওয়া যায়? ছোট বড় নানান জাতের মাছ, পোকা, কাকড়া, কচ্ছপ (কাছিম) বিভিন্ন প্রজাতির শ্যাওলা, প্রবাল এবং সামুদ্রিক সাপ। তাহলে এসবই খাওয়া হালাল? যদি হালাল হয় তাহলে কেন মুসলমানেরা কাঁকড়া, সাপ ও কচ্ছপ(কাছিম) খায়না? কিংবদন্তি তে আছে মোহাম্মদের (সাঃ) এর মা একবার কচ্ছপ(কাছিম) রান্না করে, মোহাম্মদের বন্ধুদের খেতে না দিয়ে হযরতের জন্য তুলে রেখেছিল বলে তিনি তা খাওয়া হারাম করেছেন, কিন্তু আল্লাহ যা হালাল করেছেন হযরত (সাঃ) তা হারাম করার কে? আমরা যদি আল্লাহকে এবং তার নাজিলকৃত কোরান কে বিশ্বাস করি তাহলে হাদিস কেন বিশ্বাস করবো? হাদিস তো আল্লাহ নাজিল করেনি, হাদিস তো সাধারণ মানুষের লেখা এতে ভুল থাকতেই পারে।

৩। কোরান কি আসলেই আল্লাহর নাজিলকৃত?

এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে যথাযথ ভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি।
আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি যুলুম করতে চান না।

- সূরা আলে ইমরান : ১০৮।

এছাড়াও

সূরা হুদ - পুরোটাই

সূরা আননাহল- পুরোটাই

সূরা বনী ইসরাইল- পুরোটাই

এসমস্ত সূরা পরে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এগুলো আল্লাহর বানী নয়। তাহলে কার বানী? এগুলো আল্লাহর বানী হলে তিনি আল্লাহ আল্লাহ করতেন না। মনে করুন আমি আমার ব্যাপারে কোন কিছু বলতে গেলে বা লিখতে গেলে এভাবে বলব বা লিখবো:-

-আমি তোমাকে বলছি।

-আমি সৃষ্টি করেছি।

এটি কখনই বলবো না বা লিখবো না যে:-

জনি তোমাকে বলছে।

জনি সৃষ্টি করেছে।

কারণ এভাবে বললে আমার আমিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না। কারণ যে আল্লাহর নাজিলকৃত না সে ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

৪। পানি নিয়ে ভাবনা!

আর তিনিই আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন তার আরশ পানির উপরে ছিল, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? আর যদি আপনি বলেন : নিশ্চই মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে, তখন যারা কাফের তারা অবশ্যই বলবেঃ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

- সূরা হুদ : ৭।

-

আমরা কোরানের আসমান জমীন বরতে কি বুঝবো? কোরানে আসমান জমীন বলতে বোঝানো হয় - স্বর্গ, নরক, সূর্য, চাঁদ, তারা এবং পৃথিবী (যা কার্পেটের মত বিছানো)। এখন কথা হল এ আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ ছয় দিনে আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ স্বর্গ, নরক, সূর্য, চাঁদ, তারা এবং মাটি এসবই তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, প্রশ্ন হলো - সূর্য সৃষ্টির আগে তিনি দিন গণনা করেছেন কি ভাবে? আমরা তো দিন গণনা করি সূর্যের সাহায্যে। যেখানে সূর্যই সৃষ্টি হয়নি অর্থাৎ আলোই ছিলনা সেখানে দিন বোঝার উপায় কি? এটি কি কোরান লেখকের অতিরিক্ত কল্পনা?

তাহারা, সব কিছু সৃষ্টির আগে তার আরশ ছিল পানির উপর কিন্তু সেই পানি কোথায় ছিল? কে সৃষ্টি করেছিল সে পানি? এখন সে পানি আর আরশটি কোথায়? সৃষ্টি কর্তার বসার জন্য আরশের প্রয়োজন কি? তবে কি তাকেও ক্লান্তি স্পর্শ করে?

৫। নারী সৃষ্টির কারন কি?

এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে রক্ষা করে। তবে তাদের স্ত্রীদের কিংবা নিজেদের ক্রীতদাসীদের ব্যাতিরেকে, কেননা, এদের প্রতি কোন দোষারোপ হয়না।

- সূরা আল মু'মেনুন : ৫-৭।

এসুৱাটি পড়ে একটাই বোঝা যায় যে কয়েক জন চতুর পুরুষ তাদের সদ্ব্যবহারের জন্য কোরান নামের আসমানী(?) কিতাব নাজিল করিয়েছেন লোক ঠকানো এবং তাদের অন্যায়কে ঢাকার জন্য এর ব্যবহার করেছেন। স্ত্রী জাতীকে যতটা ছোট করে যত দমিয়ে রাখা সম্ভব বা যতটা অবহেলা করা সম্ভব কোরানে তার চেয়ে বেশি করা হয়েছে। ইসলামে পুরুষ জাতীর কাছে স্ত্রী জাতী শুধু তাদের তৃপ্তি মেটানোর সামগ্রী। মনে করুন আপনার একটি স্ত্রী ভাল লাগছেন। এরজন্য আপনার চারটি বিয়ে জায়েজ করা হয়েছে। এরপরও যদি আপনার মন না ভরে তাহলে কয়েক জন দাসী রেখে তাদের মাধ্যমে আপনার তৃপ্তি মেটাতে পারেন।

আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীলোকদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্টি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চই এতে ঐসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে

- সূরা আর্ রুম : ২১

(অর্থাৎ পুরুষরাই প্রধান। নারীরা কিছুই না।)

কোরানটি একটু ভালো ভাবে পড়লে যা বোঝা যায় তা হল শুধু মাত্র পুরুষদের সকল প্রকার সুখ শান্টি-দেবার জন্যই এটি নাজিল হয়েছে। এছাড়াও মৃত্যুর পরে পুরুষদের জন্য

পুরস্কার হিসেবে রাখা হয়েছে সুন্দরী নারী যাদের এর আগে কোন পুরস্কার স্পর্শ করেনি এছারা সুন্দরী সুন্দরী হুর তো রয়েছেই। কিন্তু নারীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে রাখা হয়েছে একজন করে পুরস্কার আর কোন কিছুই উল্লেখ নেই। আল্লাহর পুরস্কার প্রীতির কারনটা কি?

এসুরাটি দিয়ে আল্লাহ তাদের(পুরস্কার)কুকর্মকে সুকর্মে রূপান্তরিত করেছেন। যত ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরস্কার আছে, তারা বিয়ে তো ৪টা নির্দিধায় করতে পারবেনই সৎগ দাসীদের ও ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। মুহাম্মদ যেমন চরিত্রের ছিল তার অনুসারীদের ও তিনি তেমন হবার ব্যবস্থা করে গেছেন কোরান শরীফ নামের আসমানী(?) কিতাবে। তাই নয় কি?

৭। আখেরাতে কি কি থাকবে?

অতএব যারা দুর্ভাগা তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তাদের চিৎকার ও আতর্নাদ চলতে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে যত দিন আসমান ও যমীন বহাল থাকবে; অবশ্য যদি আপনার রব অন্য কিছু ইচ্ছা করেন তবে ভিন্ন কথা। কেননা আপনার রব যা ইচ্ছা করেন তা-ই করেন।

- সূরা হুদ : ১০৬-১০৭।

মোটামুটি সব হুজুর বা আখেরাতের বিশ্বাসীগনের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন এক সময় কেয়ামত আসবে এবং সেদিন ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফু দেবেন সাথে সাথে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আবার ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফু দেবেন সাথে সাথে তৈরি হবে

হাসরের ময়দান এ মাঠেই বিচার হবে জীন ও মানব জাতির। যারা পুন্যবান তারা যাবে স্বর্গে এবং যারা পাপী তারা নরকে যাবে। এ ময়দানে সূর্য্য থাকবে মাথার উপর যাদের কপালে সেজদা দিতে দিতে কালো দাগ পড়েছে তাদের সেই কালো দাগটি সে তাপ থেকে তাদের রক্ষা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাবে"ছ শিঙ্গায় ফু দিলে সূর্য্য,স্বর্গ,নরক ও অন্য গ্রহ গুলোর কিছু হবে না। শুধু পৃথিবী ধ্বংস হবে। কোরানে আসমান ও যমীন বলতে কি পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে? তবে এ আয়াতে কেন বলা হল, দুর্ভাগারা ততদিন জাহান্নামে থাকবে যতদিন আসমান ও যমীন বহাল থাকবে? এটা কি আল্লাহর ভুল নাকি কোরানের ভুল? আল্লাহ কি ভুল করেন?

চলবে...

জনি ড্রাকুলা

২৬/০৯/০৮